চাচী বৌদির প্রথম বসন্ত

দিলীপ বাগচী

আমি জানিনা আপনারা চাচী বৌদি উর্ফ নুরুন্নেহার বিবি উর্ফ নুরু বিবি উর্ফ পান বিবি (এটি চাচার পেয়ারের দেওয়া গোপন নাম, কিন্তু পল্লীগ্রামে গোপন বলিয়া কিছু থাকে না - বা থাকিতে নাই) -- আমাদের এলাকার মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত ছমিনুল চাচার দ্বিতীয় পরিবারকে চেনেন কি না । চাচা বিগত পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর পার্টি সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ হইয়া পরবর্তী কোন সম্ভাবনাময় পার্টিতে যোগদান করিবার জন্য দিন গুনিতেছেন । কোনও বিশেষ পার্টির নাম করিবার প্রয়োজন নাই । পার্টি বদলের ক্ষেত্রে চাচা নিজেই তাঁহার তুলনা । তাঁহার দলবদল সম্পর্কে কেহ টিপ্পনী কাটিলে তিনি বলেন, ''আমি হলাম গরমেন্টাল পাট্টির লোক । য্যাকুন যে পাট্টি গরমেন্টে থাকে, তেখুন সে পাট্টিতে আম্মো থাকি - সেই বিটিশ আমোল হোনে (থেকে) আমি হলাম গিয়ে ভেতু কুমড়ু (চাল কুমড়ো), চালের গোড়ে গোড় - চাল যেদিকে গড়াবি আম্মো সেইদিকে গড়িয়ে পড়বু । অতো বড়ো গরমেন্টালকে ঠেকাতি পাশ্চিস নে, বারোভাতারী মাগীর মতুন একবার এপাট্টি আর একবার ওপাট্টি কচ্চে, কখুনু হিঁদুদের শাস্তোরের দোপদীর মতু একসাথে একগাদা ভাতারের ঘর কচ্চে, আর য্যাতেক দুষ চাচার ব্যালায় !''

এই ছমিনুল চাচার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার নুরুন্নেহার বিবির 'চাচী বৌদি' নামকরণটি আমাদের মেস্তাবাড়ি হাটতলার সর্বাধিক চালু চায়ের দোকানের মালিক চনা বর্গির (চন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের গ্রামীন অপভ্রংশ) । নুরু বিবি চনার সহিত বাল্যকালে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িত । চতুর্থ শ্রেণীর পর নুরুন্নেহার খাতুনের আর পড়া হয় নাই, গ্রামের বেশির ভাগ হিন্দু-মুসলিম বালিকাদের মতই, গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের অভাবে, বালিকাদের চরিত্র রক্ষার তাগিদে, বেশি পড়িয়া নারী জাতি কি চাকরি করিবে - ইত্যাদি নানা কঠিন কঠোর গ্রামীণ সংস্কারের কারণে । অতঃপর পিতার সংসারের দারিদ্রের চাপে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কলেজ ইস্কুলে (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) পড়া হাল ফ্যাশানের প্যারডি মার্কা 'পেন্টুল পরা' পশ্চাৎপক্ক ছোকরাদের ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি সহ আড়চোখে টাংকি মারিবার ভয়ে নুরুন্নেহার খাতুন একদা দ্বিপ্রহরে (মুসলিম বিবাহ সাধারণতঃ দিবাভাগেই ঘটিয়া থাকে) নুরুন্নেহার বিবি হইয়া গরুর গাড়ি চাপিয়া আমেদগঞ্জের ছমিনুল চাচার হেঁশেল ঘরে প্রবেশ করিলেন । একদিকে বিদ্যালয় জীবনের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সহপাঠিনী, অন্যদিকে চাচার পরিবার - আবার বয়সটাও গণ্য - অতএব দ্বিবিধ সম্পর্কের সমন্বয় ঘটাইয়া চনা 'চাচী বৌদি' নামটি দেয়। আমরা মানিয়া লই। চাচাও বিনা বিতর্কে ছদ্ম রাগের সহিত মুচকি হাসির মিশ্রণে এক বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ''চনা তুই পারিসও বটে ; নে, এক কাপ টক চা (লেবু চা) দে, - সম্মাইরে দে !''

তো, আমাদের সেই চাচী বৌদি তাঁহার অপেক্ষা বয়সে চতুর্গুণ বেশি ও বিবাহ অভিজ্ঞ ছমিনুল চাচার ঘরে আসিয়া সদাসন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত থাকিতেন। চোখে সুর্মা ও দাড়িতে আতর মাখিয়া বালিকা বধূটিকে শয্যাসঙ্গিনী করিবার জন্য নানাভাবে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলে বেচারী ভয়ে কাঠ হইয়া চাচার চাচীর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিত, ''চাচী, আমারে ঐ লাগদানা মিন্সের হাত থে বাঁচা !'' ঘরের বাইরে ছমিনুল চাচা উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করিত। আমাদের নানী চাপা কণ্ঠে ধমকাইয়া কহিতেন, ''আরে ও গাংনীভরা, তুই কি ভাদুরে কুকুর হই গেলি ! এইটুকু বাচ্চা, এ্যাকুনু গায়ে গতরে কিচু হইনি। কাল সকালেই ওরে বাপের বাড়ি দিই আস্‌বি।'' অগত্যা চাচা আমাদের চাচী বৌদিকে তাঁহার পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। ইহা ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ চাচার নিঃসন্তান চাচীর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক তিনিই এবং ঐ সম্পত্তির পরিমাণটি যথেষ্ট।

এইভাবে বছর তিনেক কাটিয়া গেল। স্ত্রী থাকিয়াও নাই। ইহা যে কিরূপ যন্ত্রণা তাহা আধুনিক যুবকেরা বুঝিতে পারিবে না। তখন হইতেই চাচা রাজনীতিতে নামিলেন। কে যেন এক বিখ্যাত নাট্যকার বলিয়াছিলেন যে, 'রাজনীতি বদমাইসের শেষ আশ্রয়স্থল'। উক্ত ভদ্রলোক ছমিনুল চাচার সহিত পরিচিত হইলে অবশ্যই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি পরিপূর্ণ করিতেন এই লিখিয়া যে, 'এবং উহা পত্নী থাকিতেও উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের আশ্রয়স্থলও বটে।'

যাহা হউক, এইভাবে চাচা যখন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছেন তখন একদিন তাঁহার চাচী দ্বিপ্রহরে খাবার পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে ছদ্ম কোপভরে কহিলেন, 'হ্যাঁ ডে, ছমে তুই কি বলদ লাকিন (কি না) ?' চাচা কিছু না বুঝিয়া বৃদ্ধার মুখের পানে বোকার মত চাহিয়া রহিল। চাচী আবার কহিলেন, 'ছুঁড়িটা আর কদ্দিন বাপের বাড়ি থাকবে ? আমাদের কি মান এজ্জত নাই কু না ... ' বলিতে বলিতে বৃদ্ধার মুখে এক বিচিত্র স্নিগ্ধ হাসি ভাসিয়া উঠিল। চাচা ভোজনের অর্ধপথে ভাত না খাইয়া একলাফে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যখন বাহির হইয়া আসিলেন, পরিধানে মোগলাই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পাজামা, আফগানী পাঞ্জাবী, সুর্মা রঞ্জিত চক্ষু, মোম লাঞ্ছিত বাদশাহী ছাঁটের দাড়ি মোচ, ফুলেল তেল মাখা বাবরী কাশ্মীরি টুপিতে টেরচা করিয়া ঢাকা - সর্বাঙ্গ হইতে যূথিকা নির্যাসের খোশবু বাহির হইতেছিল। স্কন্ধে কমরেডী থলিতে চাচীর পছন্দ করিয়া কেনা সবুজ জরিপাড় সহ গোলাপী রংয়ের শাড়ি (মাঝে ছোট ছোট গোলাপ-এর মত সূতার কাজ), সস্তা পাউডার, স্নো, লাক্স সাবান ব্যতীত সায়া ব্লাউজ ইত্যাদি লইলেন। অতঃপর শিস্ দিয়া 'ডম ডম ডিগা ডিগা' পংক্তিযুক্ত একটি জন শ্রুতিরঞ্জক গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে - 'চাচী চল্লাম গো' - বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পথে মেস্তাবাড়ি হাটের গোলোক ঘোষের দোকান হইতে রসগোল্লা ও গরম জিলাপী (চাচী বৌদির খুবই প্রিয়) খরিদ করিয়া শ্বশুরবাড়ির গ্রামের দিকে চলিলেন।

শরতের পল্লীগ্রাম। এখনো তেমন ধূলা জাগেনি, বরং বেশিরভাগ পথেই বর্ষার আর্দ্রতা রহিয়াছে। পথের ধারে ধারে বাঁশের আড়ায় সোনালী রংয়ের পাট শুকাইতেছে। মাঝেমাঝেই পার্শ্ববর্তী পুকুর ও খাল হইতে শুরু করিয়া মোল্লাজীদের দুইটি পুকুরে শালুক ও শাপলা ফুটিয়া আছে। ছোট মোল্লাজী সৌখিন লোক, তাঁহার পুকুরে পদ্ম ফুলের চাষ আছে। পদ্মপাতায় গরম রসগোল্লার স্বাদই আলাদা - পদ্মফুল দেখিতে দেখিতে চাচা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যান। নিজেদের গ্রামে পদ্মফুল নাই, তথাপি চাচার সাদির সময় পদ্মপাতায় ভোজ পরিবেশিত হইয়াছিল। পাতা আসিয়াছিল বেতাই হইতে। হঠাৎ নিকারি পাড়ার দিক হইতে শুকুই (শুকনো মাছ)-এর এক দমকা গন্ধ নাকে ঢুকিয়া চাচার পেট হইতে অন্নপ্রাশনের ভাত বাহির করিবার উপক্রম করিল। জলসূতী খালের জল হইতে এই সব মাছ সংগ্রহ হয়। দিয়াড়ার মাঠ ও রাণীর মাঠের মত প্রায় দিগন্তহীন দুই মাঠে জমা বর্ষার জল এই খাল দিয়া বাহির হয়। তাই দেশি অকুলীন মাছের প্রাচুর্য জলসূতীর অহংকার। শ্বশুরবাড়ির কিছু আগে হইতে চোখে পড়ে ঘরের পিছনের দেয়া নোদরা বা নোদা (পাটকাঠির গায়ে মুঠি মুঠি গোবর লাগানো জ্বালানী) শুকাইতেছে, আবার কোথাও কোথাও শুকাইতে দেওয়া পাটকাঠির ভিতর হইতে শিশু-কিশোর-কিশোরী এমন কি অল্পবয়স্কা বধূরাও পাটের ফেঁসো সংগ্রহ করিতেছে নিজেদের ছোটখাটো সখ-আহ্লাদ মিটাইবার সামগ্রী খরিদ করিতে। জুনিয়ার হাইস্কুলের উন্নতিকল্পে গ্রামে 'টুরিং সিনেমা' বসানো হইয়াছে। সেইদিন সন্ধ্যায় 'সিনা পর হাফসোল' নামে একটি সরল হিন্দী ফাইটিং চিত্র দেখাইবার কথা। উক্ত ছবির কোনটি যে 'সরল' তাহা বহু গবেষণা করিয়া বাহির করিবার বিষয়। তবে আমরা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

জানিয়াছিলাম যে, নুরুন্নেহার বিবিকে পাশে বসাইয়া 'হিন্দী' সিনেমার লাউ গড়াগড়ি ও ময়দা ডলাডলি সেই সকল 'ভারতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ' চলচ্চিত্র যে দেহে-মনে আদিম রিরংসা জাগাইয়া দেয়, তাহা বলাই বাহুল্য । বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এমন যৌন উত্তেজনা ও মারামারি ঠাসা চলচ্চিত্র না দেখাইলে যে আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে না, এ বিষয়ে সকলেই একমত - এমনকি ধর্মভীরু ফারসী শেখাবার মৌলবী সাহেবও একমত ।

অতএব ছমিনুল চাচা সিনেমা দেখিবেন স্থির করিলেন । এদিকে শ্বশুরবাড়ির দোর গোড়ায় পৌঁছাইবামাত্র পঙ্গপালের মত চাচাকে ঘিরিয়া ধরিয়া একদল বালক বালিকা নানা মজাদার কিম্বা অশোভন প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতে লাগিল । নব জামাতাকে লইয়া গ্রামের মানবকবৃন্দ এরূপ করিয়াই থাকে । ইত্যবসরে বাড়ির ভিতর হইতে কয়কজন বয়স্কা নারী ও পুরুষ বাহিরে আসিয়া, 'আরে বাবাজী যে,', 'ভিতরে এসু', 'ওম্মা কখুন আসা হলু', 'সকাল থেনে বার বার হাত থেকে বাসুন পড়ছে, আমু মুনে কচ্চি কে আসচে', 'তা যাক, আসতে কুনু কষ্টো হইনি তো?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও মন্তব্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ছমিনুল চাচা ভীড়ের মধ্য হইতে সন্তর্পণে মাথা উঁচা করিয়া দক্ষিণ দিকের ঘরের দিকে চাহিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন একটি স্মিতানন সহসা কপাট বন্ধ করিয়া অদৃশ্য হইল । চাচা বুঝিলেন যে সেটি তাঁহার আদরের পান বিবির মুখ । স্মিতানন দর্শনে আনন্দ হইলেও, তিন চার বৎসর পূর্বে তাঁহার চাচীর নিকট তাঁহাকে 'লাগদানা মিন্সে' বলিয়া উল্লেখ করিবার বেদনাটুকু কিছুতেই গেল না ।

চাচা হাতে মুখে পানি দিয়া জলযোগান্তে সন্ধ্যার ঠিক মুখে আমাদের চাচী বৌদিকে লইয়া সিনেমা দেখিতে বাহির হইলেন । চাচী বৌদির অঙ্গে সেই পূর্ব বর্ণিত নূতন শাড়িটি ভালই মানাইতেছিল, অন্ততঃ গ্রাম্য মহিলাদিগের দৃষ্টিতে । সিনামা তাঁবুর নিকট পৌঁছিবামাত্র নুরুন্নেহার বান্ধবীরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল --

"হাঁ ডে, তুই যে ক'লি আলকাতরার গোল ডিরামের (ড্রাম) মতু !"

"ঢং দেখে বাঁচি নে, কি সোন্দর সোলতান সোলতান চিহারা !"

"ইয়া লম্বা চওড়া !"

"বয়সটা এট্টুখান বেশি, পিরায় নুরুর বাপের ... !"

"থাম থাম, বিটাছেলির বয়স কি আর অং (রং)-ই বা কি ? বিটা ছেলি হলু সুনা ছেলি, সুনার আবার সুজা-ব্যাকা !"

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বান্ধবীদের মন্তব্য শুনিতে আজ নুরুন্নেহার বিবির ভালই লাগিতেছিল । একটু দূরে দাঁড়াইয়া না শোনার ভান করিয়া শুনিতে শুনিতে ছমিনুল চাচাও রোমাঞ্চিত হইতেছিলেন । নুরুন্নেহার তাঁহার দিকে আড় চোখে চাহিতেছিল । তারপর সিনেমার তাঁবুতে পাশাপাশি বসিয়া চাচা আর চাচী বৌদির একত্রে সিনেমা দর্শন - সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা । নায়ক নায়িকার বেলেল্লাপনা, মরুভূমিতে সহসা আবির্ভূতা সখীদের জলপূর্ণ গাগরী কক্ষে নায়িকাকে ঘেরিয়া নৃত্য, উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কলার ভেলায় একটিমাত্র জিউলা ডাল বৈঠারূপে লইয়া নায়িকার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া নায়কের দেশান্তরী হওয়া ইত্যাদি নানা দৃশ্য সর্বসমক্ষে স্বামীর পাশে বসিয়া দেখিতে নুরু বিবির যথেষ্ট অস্বস্তি হইতেছিল । ছমিনুল চাচা তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া কহিলেন, ''কি হলু, অমন ছট্‌পট্‌ কচ্ছু (করছ) কেনে ?'' নুরু বিবি হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, ''ছাড়েন, ইয়ে আবার কেউ দ্যাখে লাকিন ? নজ্জা কচ্চে । বাড়ি যাবু ।'' অবশ্য নুরু বিবি স্বামীর হস্তের এই প্রথম স্পর্শ পাইয়া যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল । ছমিনুল চাচা তাঁহার পরিবারের এই পরিবর্তনটি উপভোগ করিতেছিলেন । অতঃপর তিনি আমাদের চাচী বৌদিকে লইয়া সিনেমা তাঁবু ত্যাগ করিয়া শ্বশুর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, তখনো সিনেমা শেষ হইতে দেরী ছিল ।

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া চাচা শয়নগৃহে প্রবাশ করিলেন । বেশ কিছুক্ষণ বাদে চাচী বৌদি আসিল । চাচা বিছানা হইতে নামিয়া ডাকিলেন, ''এসু'' । চাচী বৌদি নট নড়ন চড়ন, কিন্তু শরীরে যেন এক বিচিত্র অব্যক্ত কম্পন অনুভব করিতেছিলেন । চাচা নিকটে আসিয়া সদ্য দেখিয়া আসা সিনেমার নায়কের মত চাচী বৌদির কোমর বেষ্টন করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিলেন, ''পান বিবি, আগ (রাগ) না নজ্জা ?'' চাচী বৌদি ঝড়ে বিধ্বস্ত কদলীবৃক্ষের ন্যায় চাচার রোমশ বক্ষে কিণাঙ্ক কঠোর দুইটি হস্তের বন্ধনে ধরা দিয়া তাঁহার বুকে মৃদু কিল দিতে দিতে কহিল, ''লাগদানা মিন্সে !'' সেই শারদ প্রাতে কিশোরী বধূ নুরুর জীবনে প্রথম বসন্ত উদ্দাম হইয়া ধরা দিল ।

['শিগক' পত্রিকা (বৈশাখ, ১৪১৫)-র সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।